সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল পাক হানাদার বাহিনী কুড়িগ্রাম শহরে ঢুকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল তৎকালীন কুড়িগ্রাম উপ-কারাগার এর ভারপ্রাপ্ত সাব জেলার ও ০৪ জন কারারক্ষীকে। মুক্তি যুদ্ধে তারাই ছিলেন কুড়িগ্রামের প্রথম শহিদ। পাক হানাদার বাহিনী রংপুর সেনানিবাস থেকে রেল পথে কুড়িগ্রাম শহরে প্রবেশ করে প্রথমেই কুড়িগ্রাম কারাগারে হানা দেয়। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত সাব জেলার জনাব হেদায়েত উল্লা (কারা সহকারী) ও ০৫ জন কারারক্ষীকে বিকাল আনুমানিক ৫.০০ টার দিকে কারাগার থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে বর্তমান সার্কিট হাউজের সম্মুখে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে কৃষ্ণচুড়া গাছের নীচে দাঁড় করিয়ে ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় গুলি করে। ঘটনা স্থলে নিহত হন কারারক্ষী মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, কারারক্ষী লাল মোহাম্মদ প্রামানিক, কারারক্ষী আনছার আলী আকন্দ ও কারারক্ষী ফকর উদ্দিন । গুলিবিদ্ধ আহত ভারপ্রাপ্ত সাব জেলার হেদায়েত উল্লা রাত্রি ১১.০০ টার দিকে মৃত্যুবরণ করেন। গুলিবিদ্ধ অপর কারারক্ষী আব্দুল জলিল সৃষ্টিকর্তার কৃপায় বেঁচে যান। জানা যায় সেদিন লাশ দাফনের জন্য কোন লোক পাওয়া যায়নি। হানাদার বাহিনী রংপুর ফিরে যাওয়ার পর রাতে স্থানীয় বাসিন্দা হারুন অর রশিদ (লাল), মতিউর রহমান (নয়া) ও রজব আলীর সহযোগীতায় কাফনের কাপড় ছাড়াই ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় কারাগারের পেরিমিটার ওয়ালের পূর্ব পার্শ্বের শহিদ কারারক্ষীদের লাশ দাফন করা হয়। হেদায়েত উল্লাহ এর লাশ কারাগারের পশ্চিম প্রান্তে নাজিরা ব্যাপারী পাড়ায় দাফন করা হয়।